ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 14 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

30

# বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট ও কিছু কথা

কয়েক বছর আগে আমেরিকার একটি সাময়িকীতে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে যে পরিমাণ উন্নত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে— তাতে করে এ দেশটির কৃষি উৎপাদন খুব সহজেই দ্বিগুণেরও বেশি করা সম্ভব। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন খুব সহজেই দ্বিগুণেরও বেশি করা সম্ভব। বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কে এ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করার পর অনেকদিন পার হয়ে গেছে, কিন্তু এ দীর্ঘ সময়েও এ দেশের কৃষি উৎপাদন প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো সম্ভব হয়নি।

কৃষি শিক্ষাকে যদি আমরা একটি পাখির ডানা হিসেবে ধরি এবং কৃষি সম্প্রসারণকে ধরি পাখিটির দেহ আর পাখিটির উড়ন্ত রূপকে যদি কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে তুলনা করি— তাহলে দেখা যাবে পাখির ডানা অথবা পাখির দেহ যদি কোনো কারণে অসুস্থ থাকে তবে পাখিটি যেমন উড়তে পারবে না তেমনি এই তিনটি বিভাগের যেকোনোটি যদি দুর্বল থাকে এবং এদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় ঘটানো সম্ভব না হয় তবে কৃষির উন্নয়নও হবে না।

আমেরিকায় এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে যে প্রতিষ্ঠানটি সেটা হলো আমেরিকার এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকার এই এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এর উদ্দেশ্যও ছিল এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এ দেশের কৃষি উন্নয়ন করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত তার এই উদ্দেশ্য পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর সে কারণে এ দেশের কৃষির উন্নয়নও আশানুযায়ী হচ্ছে না।

এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে নির্মিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু যে তার উদ্দেশ্য পূরণেই ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সঠিক সময়ে দক্ষ কৃষিবিদ তৈরির ক্ষেত্রে রেখেছে ব্যর্থতার এক চরম উদাহরণ। মাত্র চার বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে এখানে লেগে যাচ্ছে ছয়/সাত বছর। এই দীর্ঘ শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে গিয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রীদের একদিকে যেমন পড়ালেখার প্রতি সৃষ্টি হচ্ছে অনীহা, অন্যদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত যাচ্ছে কমে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি সঠিক সময়ে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে সঠিক সময়েই পরীক্ষা নিতো তবে আজ এই দীর্ঘ সেশনজটের সৃষ্টি হতো না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি সেশনজট কমাতে চায় তবে তাদেরকে অতি দ্রুত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে–

প্রথম : প্রথম বর্ষ এবং দ্বিতীয় বর্ষ দ্রুত শেষ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় : ফাইনাল পরীক্ষার কমপক্ষে চার/পাঁচ মাস আগে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করতে হবে এবং এরকম নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, এই তারিখেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, কোনো কারণেই পরীক্ষার তারিখ পিছানো হবে না।

অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, সেশনজট কমানোর ব্যাপারে যতো দ্রুত সম্ভব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

মোঃ জসীম উদ্দিন খান (আপন)
শিক্ষার্থী, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ।